শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাইস্কুল)

দশম শ্রেণি: বাংলা

নমুনা উত্তরপত্র: দ্বিতীয়

১)

১.১ গ/ নবারুণ ভট্টাচার্য

১.২ ক/ চিলি

১.৩ খ/ দূর...দূরে

১.৪ ঘ/ আমার পায়ের দাগ

১.৫ ক/ কাঠকয়লা

১.৬ ঘ/ কোনোটাই নয়

১.৭ গ/ সত্যিকার লেখক

১.৮ ক/ আট বছর

১.৯ গ/ প্রথম দিন

১.১০ ক/ বোধোদয়

২)

২.১ নবারুণ ভট্টাচার্য রচিত 'বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে' কাব্যগ্রন্থে 'অসুখী একজন' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

২.২ 'অসুখী একজন' কবিতায় অপেক্ষারত মেয়েটি যিনি কথকের প্রিয়তমা, জন্মভূমি কিংবা মানবতার মূর্ত প্রতীক তিনি জানতেন না কথক আর কখনোই ফিরে আসবেন না।

২.৩ 'অসুখী একজন' কবিতায় রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো যুদ্ধ আসার পর শিশু ও বাড়িরা খুন হল।

২.৪ 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে তপনের লেখা প্রথম গল্পটি ছাপা হয়েছিল সন্ধ্যাতারা পত্রিকায়।

২.৫ 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের মনে হয় নিজের গল্প পড়তে বসে, অন্যের লাইন পড়া সবথেকে অপমানের।

SRAI

৩)

৩.১

- আশাপূর্ণা দেবীর লেখা 'জ্ঞানচক্ষু' গল্পে (মূলগ্রন্থ: কুমকুম) উদ্ধৃতাংশটির বক্তা হলেন তপনের ছোটমাসি।

- **<u>উপযুক্ত কাজ</u>**: গল্পের প্রধান চরিত্র তপনের জ্ঞানচক্ষু খুলে গিয়েছিল ছোটমেসোকে দেখে। লেখক বা সাহিত্যিক যে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা কেউ নন, এটাই তপনকে সবথেকে বেশি বিস্মিত করেছিল। এই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে লিখে ফেলল জীবনের প্রথম গল্প। এই গল্পটি ছোটমাসির মাধ্যমে ছোটমেসোর হাতে পৌঁছলে, ছোটমেসো তপনকে খুশি করতে তপনের গল্পের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন--

  "তপন, তোমার গল্প তো দিব্যি হয়েছে। একটু 'কারেকশন' করে ইয়ে করে দিলে ছাপতে দেওয়া চলে।"

  তপনের ছোটমাসি প্রশংসার সূত্র ধরে তাঁর স্বামীকে গল্পটি ছাপিয়ে দিতে বলেন। এটাই মেসোর উপযুক্ত কাজ হবে বলে তাঁর অভিমত।

- **<u>উপযুক্ত কাজটি সম্পন্ন হল কীভাবে:</u>** তপনের মেসো তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো তপনের লেখা প্রথম গল্পটি 'সন্ধ্যাতারা' পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। এই ঘটনায় তপনের বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। সকলেই তপনের সৃষ্টিশীল মনোভাবকে উপক্ষা করে তপনের মেসোর গুণগান গাইতে শুরু করে। এরপর যখন পরিবারের নির্দেশে নিজের ছাপা গল্পটি পড়তে যায় তখন সে দেখে তাঁর লেখাটি আপাদমস্তক পরিবর্তন করে দিয়েছেন তাঁর লেখক মেসো।

  "এর মধ্যে তপন কোথা?"

  লেখক তাঁর আপন সত্তাকে খুঁজে পায় নিজের লেখায়। লেখক মেসো তাঁর পেশাদারিত্বের মাধ্যমে তপনের অস্তিত্বকেই মুছে দেন তপনের সৃষ্টি থেকে।